মেহেরপুরে বিএনপি নেতা জাকিরের ৩য় দফায় ত্রাণ বিতরণ

বাংলাদেশ শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের মহাসচিব, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য জাকির হোসেন এর নিজস্ব অর্থায়নে ৩য় দিনের মতো ত্রাণ বিতারণ করা হয়েছে।

শনিবার মেহেরপুর শহরের থানা পাড়া ও মূখার্জী পাড়ার ৩০ টি কর্মহীন পরিবারের মাঝে ত্রাণ পৌছেদেন জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি ও ইসমাইল হোসেন।

চলমান ত্রাণ বিতারণে সার্বিক সহযোগীতায় ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক প্রভাষক ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা বিএনপির অন্যতম সদস্য এ্যাডঃ মখলেছুর রহমান স্বপন, জেলা যুবদলের সহ – সাধারণ সম্পাদক শেখ হুজাইফা ডিক্লিয়ার।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে পুনাক মেলায় স্টলমালিকদের মাঝে খাদ্য বিতরণ

মেহেরপুরে পুলিশ নারী কল্যান সমিতি (পুনাক) এর উদ্যোগে পুনাক মেলায় স্টল মালিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার বিকালে মেহেরপুর সরকারি কলেজ প্রাঙ্গনে স্থগিত মেলার মাঠে এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

মেলায় বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী নিয়ে বসানো ৩৯ টি স্টল মালিকদের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন পুলিশ সুপার।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর সরকারি কলেজ প্রাঙ্গনে পুনাকের আয়োজনে ক্ষুদ্র, তাত ও কুঠির শিল্প মেলার আয়োজন করা হয়েছিল।

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারনে মেলা স্থগিত করা হয়েছে। সেই সাথে দেশের বিভিন্ন জায়গায় থেকে আসা স্টল মালিকরা এখানে অবস্থান করছে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত

মেহেরপুর পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীর নিজ উদ্যোগে কর্মহীনদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার দুপুরে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এই ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

করোনার এই সংকটময় পরিস্থিতিতে এর আগেও পুলিশ সুপারের উদ্যোগে মেহেরপুর শহরের কর্মহীনদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

ত্রাণ বিতরণে সহযোগিতা করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি রবিউল ইসলাম।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

অব্যাহত

মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে ৩য় দিনের মত ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার দিনব্যাপী জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল বাড়ি বাড়ি গিয়ে কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি, ঝাউবাড়িয়া, রাজনগর, গহরপুর, সোনাপুর, কাঠালপোতা, পিরোজপুর, মেহেরপুর শহরের ওয়াপদা পাড়া, নতুনপাড়ার প্রায় ৩৮৫ টি পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

এ পর্যন্ত প্রায় ১২শ অসহায় পরিবারের হাতে খাদ্য তুলে দেওয়া হয়। এই খাদ্য খাদ্য বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলে জানান জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল।

মেপ্র/এমএফআর

চুয়াডাঙ্গা থেকে মুজিবনগরে আসার সকল সড়কে নিরাপত্তা চৌকি স্থাপন

চুয়াডাঙ্গা থেকে মুজিবনগরে আসার সকল সড়কে নিরাপত্তা চৌকি স্থাপন করা হয়েছে।

শুক্রবার বিকাল থেকে করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে মুজিবনগর উপজেলাকে করোনা থেকে মুক্ত রখার জন্য এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এবং সকল নিরাপত্তা চৌকি পার হয়ে যেন কেউ বাইরের জেলা থেকে মুজিবনগর উপজেলার ভিতর প্রবেশ না করতে পারে সে জন্য বিশেষ ভাবে নিরাপত্তা দিচ্ছে মুজিবনগর থানা পুলিশ ও মুজিবনগর কোভিট-১৯

স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ।

এদিকে নিরাপত্তা চৌকি বসানোর পর শনিবার সকালে উক্ত স্থান পরিদর্শন করেছেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী।

এ সময় তিনি বলেন, বাংলাদেশে ইতিমধ্যে করোনা ভাইরাস মহামারি আকারে ধারন করতে শুরু করেছে।

ইতিমধ্যে আমাদের পাশের জেলা চুয়াডাঙ্গাতেও ভাইরাস ধরা পরেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি।

তাই আমাদের জেলাকে মুক্ত রাখতে মুজিবনগর থেকে চুয়াডাঙ্গা যাওয়ার বিভিন্ন সড়কে নিরাপত্তা চৌকি বসানো হয়েছে।

নিত্যপ্রয়োজীয় জিনিস ছাড়া অন্য কেউ এ রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে পারবেনা বলে তিনি জানান।

পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত পুরো মুজিবনগর উপজেলা থেকে চুয়াডাঙ্গা যাওয়ান সকল সড়ক বন্ধ থাকবে । মুজিবনগর সীমানা থেকে বাইরে বা বাইরে থেকে মুজিবনগর সীমানায় যাতায়াত সংরক্ষিত থাকবে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সংবাদ প্রচার হওয়ায়…

মেহরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিরুদ্ধে অনলাইন পোর্টালে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে কর্মরত চিকিৎসক,নার্স,স্বাস্থ্যকর্মীরা কর্ম বিরতি পালন করেছে।

শনিবার সকালে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে’র সামনে জড়ো হয়ে সকাল ১০◌ঃ ৩০ টা থেকে ১১ পর্যন্ত তারা এ কর্ম বিরতি পালন করেন। সেই সাথে উক্ত সংবাদ পত্র ও প্রতিবেদকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যাবস্থাসহ দৃস্টান্তমুলক শাস্তি দাবী করেন। পরে মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ

সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের হস্তক্ষেপে তারা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করেন।

জানাগেছে,গত ১০ এপ্রিল পিবিএ নামক একটি নিউজ পোর্টালে গাংনী উপজেলা “স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বেডে ভর্তি রোগী না থাকলেও ভুয়া খাদ্য তালিকা” শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এবং প্রকাশিত সংবাদটি নৈক ব্যাক্তি তার ফেসবুক আইডিতে শেয়ার দেন। উক্ত সংবাদের সকল তথ্য উপাত্ত বানোয়াট ও ভিত্তিহীন উদ্দেশ্য
প্রনোদিত বলে দাবী করেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা.এম রিয়াজুল আলম।

এসময় তিনি নিউজ পোর্টালসহ প্রতিবেদকের সাস্তি দাবী করেন। কর্ম বিরতির বিষয়টি জানতে পেরে হাসপাতাল ব্যাবস্থা কমিটির সভাপতি সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে তাদের সাথে কথা বলেন এবং কর্মবিরতি প্রত্যাহর করান।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা, এম রিয়াজুল আলম বলেন, আমাদের নিয়ে যে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে তার সু নির্দিষ্ট কোন সত্যতা নেই। উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভা আমার সাথে কথা না বলেই সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। আমরা এর সুষ্ঠ্য বিচার দাবী করছি। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য বিভাগ, জেলা প্রশাসক,উপজেলা প্রশাসন,এবং গাংনী থানাসহ বিভিন্ন দপ্তরে স্মারকলীপী প্রদান করেন এবং সুষ্ঠ্য বিচার না হলে মানববন্ধনসহ আইনি ভাবে লড়বেন বলে উল্লেখ করেন।

মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য ও হাসপাতাল ব্যববস্থাপনা কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের যে বক্তব্য প্রকাশ হয়েছে তা সম্পুর্ন ভিত্তিহীন বানোয়াট বলে তিনি দাবী করে উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, পিবিএ নামক কোন সংবাদ মাধ্যমকে আমি যেহেতু বক্তব্য দিইনি। সেহেতু আমার নাম ব্যাবহার করা ঠিক হয়নি। এ বিষয়ে আমি সাংবাদকিদের সাথে কথা বলে সমস্যার সমাধানের আশ^◌াস দেন । তবুও বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন আন্দোলনে না দাঁড়িয়ে সকলকে সেবা দেবার আহবান জানান।

এসময় চিকিৎসকরা তাদের জীবনের মায়া ত্যাগ করে মানুষকে সেবা প্রদান করছেন। কর্মরত চিকিৎসকদের প্রশাসংসা করে বলেন বর্তমানে চিকিৎসকদের
আরো দায়িত্ব শীলতার পরিচয় দিয়ে মানুষের পাশে থাকতে হবে। আপনাদের বিষয়ে অন্যান্য সাংবাদিকদের সাথে আলাপ আলোচনা করে বিষয়টি নিরসন

করা হবে। এ প্রতিশ্রুতি দিলে কর্মবিরতি প্রত্যাহার করেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক, কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ।

দেশে করোনায় আরো তিনজনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ৫৮

গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে আরো তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা ৩০।

আজ দুপুরে অনলাইনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিনে এ তথ্য জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. জাহিদ মালেক। তিনি জানান, গতকালের চেয়ে নতুন রোগীর সংখ্যা কমেছে।

মেহেরপুর সেনাবাহিনীর অভিযান সহ জেলা প্রশাসনের সতর্কতা

মেহেরপুর শহরের লর্ড মার্কেট এলাকায় শনিবার সকাল থেকে দুপুর পযন্ত অভিযান চালানো হয়।মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মহিদুল ইসলাম, বগুড়া সেনানিবাস ৪০ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন আরমান সহ সেনাবাহিনী ও পুলিশের সদস্যরা অভিযান অংশগ্রহণ করেন।

সরকারি নির্দেশ অমান্য করে অযথা বাইরে ঘোরাফেরা দায়ে ২ জনের নিকট থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো মহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে মেহেরপুর শহরের কোট এলাকায় সরকারী আইন অমান্য করে রাস্তায় ঘোরাফেরা করার দায়ে মোট ২টি মামলা দায়ের করা হয়।

মেহেরপুর শহরের লর্ড মার্কেট এলাকায় বিনা কারণে বাড়ির বাইরে অবস্থান করায় ২ টি মামলা দায়ের করা হয়।এ সময় ওই ২ ব্যক্তির নিকট থেকে ২শ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।।

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর যৌথ প্রচার অভিযান চালিয়েছে ।শনিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর শহর রলর্ড মার্কেট এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। এ সময় সেনাবাহিনীর সদস্যরা রাস্তায় অযথা ঘোরাফেরা কারিদের বাইরে বের না হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

মুজিবনগরে বক্স সিস্টেম ব্যাবস্থাপনায় বসেছে ৬টি হাট

করোনার সংক্রমণ রোধে মুজিবনগরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে বক্স সিস্টেম ব্যাবস্থাপনায় উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে বসেছে ৬ টি হাট।
গতকাল শুক্রবার হাটের দিন মুজিবনগর উপজেলার ভবরপাড়া, বাগোয়ান, মহাজনপুর, শিবপুর, মোনাখালী ও পুরন্দরপুর গ্রামে নির্ধারিত দুরুত্ব বজায় রেখে বক্স সিস্টেম ব্যাবস্থাপনায় এ সকল হাট বসানো হয়।

সকল হাটগুলোতে মানুষের সমাগম রোধে যার দুরুত্ব করা হয়েছে একটি বক্সের থেকে আরেকটি ১০ ফুট প্রর্যন্ত। এবং একটি লাইন থেকে আরেকটি লাইনের দুরুত্ব প্রায় ১৫ ফুট।

প্রতিটি বক্সের ভিতরে একটি করে দোকান বসানো হয়েছে।

এছাড়া প্রত্যেক লাইনে একটি করে ত্যাগ লাগিয়ে রাখা হয়েছে। যা দেখে খুব সহজেই সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে ক্রেতার তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করতে পারছে।

এছাড়া কয়েকটা বাজার ঘুরে দেখা গেছে সাধারণ ক্রেতার যাতে করে হাত ধুয়ে বাজার করে সে লক্ষে কিছু কিছু হাটে বসানো হয়েছে বেসিন।

সাথে সাথে বাজারে আসা সকল ক্রেতাদের সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে বাজার করতে ও বিভিন্ন ভাবে সচেতন করতে সব সময় সহযোগীতা করছেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিজ উদ্যোগে তৈরিকৃত মুজিবনগর করোনা-১৯ স্বেচ্ছাসেবক সদস্য বৃন্দরা।

যতদিন প্রর্যন্ত করোনার সংক্রমণ না রোধ হবে ততদিন প্রযন্ত মুজিবনগর উপজেলার সব কয়টি হাট এরকম পদ্ধতিতে বসানো হবে বলে জানিয়েছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি।

এর আগে তিনি দারিয়াপুর খেলার মাঠ ও শিবপুর মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে প্রথম বক্স সিস্টেমে হাট ব্যাবস্থাপনা চালু করেন।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি জানান, করোনা সংক্রমন রোধে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখার লক্ষে দারিয়াপুর ও শিবপুর হাটে প্রথম বক্স সিস্টেমে হাট ব্যাবস্থাপনা চালু করা হয়। ধীরে ধীরে উপজেলার সকল হাট বক্স সিস্টেম ব্যাবস্থাপনায় বসানো হচ্ছে।
গতকাল শুক্রবারও উপজেলা ৬ টি গ্রামে বক্স সিস্টেম ব্যাবস্থাপনায় হাট বসে।

এছাড়া মুজিবনগর করোনা-১৯ স্বেচ্ছাসেবক সদস্যরা সেখানে সব সময় সাধারণ জনগণকে সহযোগীতা করছেন। এখন থেকে যতদিন প্রযন্ত করোনা সংক্রামন রোধ না হয় ততদিন প্রর্যন্ত মুজিবনগর উপজেলার সকল হাট এই ব্যবস্থাপনায় চলে আসবে।

কাঠের ঘানিতে সরিষার তেল

কলুর ঘাড়ে ঘানি, চোখের ওপর মোটা কাপড়ের পর্দা দেয়া কলুর বলদ চলছে। কাঠের তৈরী ঘানিটা ঘুরছে, আর সরিষা পিষেতা থেকে তেল বেরুচ্ছে। ধীরে ধীরে মাটির পাত্রে সরিষার তেল। এভাবে তৈরি হয় খাঁটি সরিষার তেল। এর ঝাঁঝালো গন্ধে চোখে পানি এসে যায়।

বলছিলাম কুষ্টিয়ার কুমার খালী উপজেলার শেরকান্দি গ্রামের বাসিন্দা মিজানুর রহমানের কাঠের ঘানিতে সরিষার তেল তৈরীর কথা।

কয়েক বছর আগেও একমাত্র এই ঘানি ভাঙানো সরিষার তেল দিয়েই মিটতাসে কল পরিবারের তেলের চাহিদা।

বর্তমানে এখন আর এই ঘানি প্রত্যন্ত গ্রামে ও খুজে পাওয়া যায় না। তাই খাঁটি সরিষার তেলও মেলে খুব কম। বর্তমানের ভেজালের দিনে শতভাগ খাঁটি জিনিস খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এ কারণে তার ক্রেতা ও বেশি।

শুধু এলাকার মানুষ তার এ খাঁটি তেল কেনেন না, জেলা শহর থেকেও আগ্রহী ক্রেতারা এসে তেল নিয়ে যায় মিজানুর রহমান। কুষ্টিয়ার কুমার খালী উপজেলার শেরকান্দি গ্রামের বাসিন্দা। এক সময় সংসারের স্বচ্ছলতা আনতে পাড়ি জমিয়ে ছিলেন সুদুর মধ্য প্রাচ্যের দেশ ওমানে।

হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে দিনরাত খেয়ে না খেয়ে কাটিয়েছেন বিদেশে। ৫ বছর বিদেশ থাকার পর এক সড়ক দূর্ঘটনায় তার দুই পা ভেঙে যায়। এরপর আর বিদেশ থাকা হয়নি তার। দেশে ফিরে এসে যৎসামান্য টাকা আর হালের দুইটি বলদ দিয়ে শুরু করেন পৈত্রিক ব্যাবসা।

নিজের সংসারের হাল ফেরানো আর মানুষকে ভালো খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি নিয়ে কাজ করে চলেছেন তিনি। শুরু করেছেন ঘানিতে সরিয়া পিশে তেল তৈরী করে বিক্রির কাজ। আর তার এই কাজে অনুপ্রেরনা যুগিয়েছেন তার মা।

আব্দুল্লাহ শাহ নামের এক ক্রেতা জানান, এক সময়ে কাঠের ঘানির সাহায্যে ফোঁটায় ফোঁটায় নিংড়ানো খাঁটি সরিষার তেল এক সময় কুষ্টিয়ার বিভিন্ন গ্রাম গঞ্জের হাট বাজারে বিক্রি হতো। এ তেল বিক্রি করেই জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতেন কলু স¤প্রদায়রা।

তবে এক সময়ের গ্রাম বাংলার এই অতিপরিচিত দৃশ্যটি এখন খুব একটা চোখে পড়েনা। বৈদ্যুতিক যন্ত্রেই করা হয় তেল ভাঙানোর কাজ।

মিজানুর রহমান বলেন, বিদেশ যাওয়ার কয়েক বছর পর সড়ক দূর্ঘটনায় ফিরে আসি। সে সময় দেশে ফিরে বাড়ীতেই হালের বলদ দিয়ে শুরু করি পৈত্রিক ব্যাবসা। ৫ কেজি সরিষা থেকে প্রায় আড়াই কেজি তেল তৈরী হয়। আমরা এই তেল এখান থেকেই ১২০ টাকা কেজি প্রতি বিক্রি করে থাকি। অনেকেই এই ঘানি দেখতে আসে এবং তেল কিনে নিয়ে যায়।

ফজল শাহ নামের এক বৃদ্ধ বলেন, আগে তো আমরাই সরিষার তেল দিয়েই

তরকারী খেতাম, ভর্তা ভাজি খেতাম, শরীরে মাখতাম। আর এখন অনেক টাই কমে গেছে এর ব্যবহার। তাছাড়া ভেজালের ভীড়ে আমরা হারিয়ে যেতে বসেছি আসল কেই। যদি কোন ভেজাল না মেশানো হয় তা হলে এই তেলের উপরে আর কোন তেল নেই।

মার্কেটিং আর চটকদার বিজ্ঞাপনের জন্য সবাই ভুলতেই বসেছেন আসল-নকলের পার্থক্য। তবে মিজানের ঘানি দেখতে প্রতিদিনই আসে আগ্রহী ক্রেতা আর দর্শনার্থীরা।